সংবাদ

তারিখ 2 6 FEB 2008
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

Form 22

হারুন-অর-রশিদ

মো. আনোয়ার হোসেন

সদরুল আমিন

দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ঢাবির তিন শিক্ষকের আপিল

মো. মাহবুবুল হক

গতকাল ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে দণ্ড মওকুফ হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষক আপিল করেছেন। বিচারক মো. আজিজুল হক দীর্ঘ শুনানি শেষে ৩টি ফৌজদারি আপিল গ্রহণ এবং আগামী ২ এপ্রিল পরবর্তী তারিখ ধার্য করেন। পৃথকভাবে আপিল দায়েরকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষক হলেন- অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ ও অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন।

গতকাল সকাল সাড়ে ৯টায় পৃথকভাবে ৩টি আপিল দায়ের করা হলে আদালত তাদের আইনজীবীদের বলেন, আপিল গ্রহণ বিষয়ে মহানগর পিপির উপস্থিতিতে দুপুর ১২টায় শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আপিলকারীদের পক্ষের আইনজীবী ও রাষ্ট্রপক্ষের পিপির উপস্থিতিতে আদালত দুপুর ১২টায় শুনানি গ্রহণ করেন। প্রায় ৪৫ মিনিট উভয়পক্ষের বক্তব্য শেষে আদালত পৃথক ৩টি ফৌজদারি আপিল গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মহানগর পিপি এহসানুল হক সমাজী, আপিলকারীদের পক্ষে এডভোকেট আবদুল মান্নান খান, মো. খলিলুর রহমান, মাসুদ আহমেদ তালুকদার, সৈয়দ শফিউল বশর মাইজভাণ্ডারীসহ বেশ কয়েকজন আইনজীবী।

আপিল গ্রহণ শুনানিতে আপিলকারীদের আইনজীবী তিন : পৃষ্ঠা : ১১ কঃ ৭

তিন : শিক্ষকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আদালতে বলেন, গত ২২ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষক ড. মো. আনোয়ার হোসেন, ড. হারুন-অর-রশিদ ও ড. সদরুল আমিনকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। একদিনই রাষ্ট্রপতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠির আলোকে সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে সাজা মওকুফ করেন; কিন্তু বিচারিক আদালতের দোষী সাব্যস্ত (কনভিকশন) করার আদেশ রাষ্ট্রপতি মওকুফ করেননি। তিনি শুধু শাস্তির (সেনটেনস) আদেশ মওকুফ করেছেন। দোষী সাব্যস্তের (কনভিকশন) আদেশ শুধু উপযুক্ত আদালতই বেআইনি বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। সে কারণে শাস্তি মওকুফের পরও শাস্তির আদেশ রদ ও রহিতের জন্য আপিল দায়ের ব্যতিরেকে আপিলকারীদের অন্য কোন 'উপায়ে আইনগত প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ নেই। মূল কথা হচ্ছে, সাজার (সেনটেনস) সময়কাল রাষ্ট্রপতি মাফ করেছেন। শাস্তির আদেশ (কনভিকশন) মাফ করেননি বা করার এখতিয়ার তার নেই। রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদানের কারণে আপিলকারীরা বর্তমানে মুক্ত আছেন। আপিলকারীদের পক্ষে দেশের উচ্চ আদালত ও ভারতীয় উচ্চ আদালতের বিভিন্ন মন্তব্য তুলে ধরা হয়।

রাষ্ট্রপক্ষে পিপি এহসানুল হক এ বক্তব্যের বিরোধিতা করে আদালতে বলেন, যেহেতু রাষ্ট্রপতি সংবিধানের আলোকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষকের দণ্ডাদেশ মওকুফ করেছেন সেহেতু এ বিষয়ে ক্ষুব্ধ হলে এ আদালত নয় বরং হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। এখতিয়ার-বহির্ভূতভাবে আপিল দায়ের করায় আপিল ৩টি খারিজ হবে। যিনি আপিল করবেন তার সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হবে। দণ্ডাদেশ দেয়ার পর থেকে রাষ্ট্রপতি আপিলকারীদের দণ্ডাদেশ মওকুফ করেছেন। ফলে তারা মুক্ত হয়ে যথারীতি তাদের কর্মে ফিরে কাজ করছেন। সংবিধানে এ বিষয়ে যদি কোন বৈধতার প্রশ্ন আসে তাহলে হাইকোর্টে যেতে হবে, এই আদালতে নয়।

উল্লেখ্য, গত আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সেনা সদস্যদের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনায় শাহবাগ থানায় দায়ের করা জরুরি বিধিমালার মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে দোষী সাব্যস্ত করে গত ২২ জানুয়ারি ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। ওইদিনই রাষ্ট্রপতি দণ্ডাদেশ মওকুফ করে দেন।